131792 - পুরুষ ও নারীর নামাযরে পদ্ধতিতে কোন পার্থক্য নেই

প্রশ্ন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ সেভাবে নামায আদায় কর"। এ হাদিস থেকে আমরা যা বুঝি তা হচ্ছে— নারী ও পুরুষরে নামাযরে মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। না দাঁড়ানোর ক্ষত্রে, না বসার ক্ষত্রে, না রুকু করার ক্ষত্রে, না সেজদা করার ক্ষত্রে। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর থেকে আমি এভাবে আমল করে আসছি। কিন্তু, আমাদরে কনেয়িাতে এমন কছিু মহলিা আছনে যারা এ নয়িে আমার সাথে বাকবতিণ্ডা করনে। তারা বলনে: তোমার নামায সহহি নয়। কারণ তোমার নামায পুরুষদরে নামাযরে ন্যায়। তারা এমন কছিু স্থানরে কথা উল্লখে করনে তাদরে দৃষ্টতিে সে স্থানগুলোতে মহলিাদরে নামায পুরুষরে নামায থকেে ভন্নি। যমেন— বুকরে ওপর হাত বাঁধা, কংিবা হাতদুটকিে ছড়েে দয়ো। রুকু করাকালে পঠি সোজা রাখা ইত্যাদ;ি তবে আমি এখনো এগুলোতে প্রভাবতি হইনি। আমি আশা করব, আপনারা পরস্কিার করবনে য,ে পুরুষরে নামায ও মহলিার নামাযরে মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সঠকি মতানুযায়ী মহলিাদরে নামায ও পুরুষরে নামাযরে মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কছিু কছিু ফকিাহবদি যে পার্থক্যগুলো উল্লখে করছেনে সগেুলোর পক্ষে কোন দললি নেই। প্রশ্নে আপনি যে হাদসিটি উল্লখে করছেনে "তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ সেভাবে নামায আদায় কর" এর বধিান সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করবে। ইসলামী বধিি-বধিানগুলো নারী-পুরুষ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে, দললি যদি বশিষে কোন বধিানকে খাস করে সটো ভন্নি কথা। অতএব, সুন্নাহ হল— রুকু, সজেদা, ক্বরিাত ও বুকে হাত রাখা ইত্যাদি সবক্ষত্রেে মহলিার নামায পুরুষরে নামাযরে মত। অনুরূপভাবে রুকুকালে হাঁটুতে হাত রাখার পদ্ধতিও একই। সজেদাকালে কাঁধ বরাবর কংিবা কান বরাবর জমনিে হাত রাখার পদ্ধতিও একই। রুকুকালে পঠি সোজা রাখার পদ্ধতিও অভন্নি। রুকু ও সজেদাতে যা পড়া হবে সগেুলো এক। রুকু ও প্রথম সজেদা থকেে উঠে যা বলবে সটোও এক। এ সব ক্ষত্রেে নারীর নামায পুরুষরে নামাযরে ন্যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে পূর্বোক্ত হাদসিরে ভত্তিতি: "তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ সেভাবে নামায আদায় কর"[সহহি বুখারী]

আর ইক্বামত ও আযান: এ দুইটি নামাযরে বাহরিরে বষিয়। ইক্বামত ও আযান পুরুষরে জন্য খাস। এই মর্মে দললি উদ্ধৃত হয়ছে। পুরুষরো ইক্বামত ও আযান দবি। আর নারীদরে ইক্বামত ও আযান নেই। উচ্চস্বরে ক্বরিাত পড়া: মহলিারা ফজর, মাগরবি ও এশার নামাযে উচ্চস্বরে ক্বরিাত পড়তে পারনে। ফজররে দুই রাকাতে উচ্চস্বরে ক্বরিাত পড়বনে। মাগরবিরে

প্রথম দুই রাকাতে উচ্চস্বরে ক্বিরাত পড়বে। এশার প্রথম দুই রাকাতে উচ্চস্বরে ক্বিরাত পড়বে, যেভাবে পুরুষরা করে থাকে।[সমাপ্ত]

মহামান্য শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায (রহঃ)